৬৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সঙ্কট ভয়াবহ

১টি আসনের জন্য ১৯ জন প্র

উদ্বিগ্ন অভিভাবক। দিশাহারা ছাত্র-ছাত্রীরা। ফরম জমা দিতে এসে কমবেশি সকলের মুখে লক্ষ্য করা ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েও এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারে কমবেশি সবাই শঙ্কিত। কারণ প্রতিটি বা ১৯ জন ছাত্র-ছাত্রীর সকলেরই রয়েছে ডাবল বা একটিতে ফার্স্ট ডিভিশন। এ অবস্থায় লিখিত প সেক্ষেত্রে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভর্তি সঙ্কট শেষ না হতেই শুরু হয়েছে উচ্চ শিক্ষার স্তরে ভর্তি সঙ্কট। দেশের মেডিক্যাল, বুয়েট ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শুরু হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া। ইতোমধ্যে মেডিক্যাল কলেজসমূহে আবেদনপত্র গ্রহণ ও পরীক্ষা শেষ হয়েছে। দেশের অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় আবেদনপত্র আহ্বান করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনপত্র গ্রহণের আজ শেষ দিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর রেকর্ডসংখ্যক আবেদনপত্র জমা পড়েছে। গত বছরের তুলনায় এবার আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ১৮ থেকে ২০ হাজারের মতো হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মাত্র এক বছরের

শরিফুজ্জামান পিন্টু

ব্যবধানে আবেদনকারীর সংখ্যা এত বেশি বেড়ে যাওয়ায় রীতিমতো বিস্মিত হয়ে গেছেন ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত শিক্ষক ও অন্যরা। ফরম ছাপানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। দু'তিন দফায় প্রত্যেক ইউনিটের ফরম ছাপতে হয়েছে।

অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে ফরম গ্রহণ ও জমা দিতে প্রত্যেক আবেদনকারী বা অভিভাবকের সময় দিতে হচ্ছে প্রায় একদিন। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ফরম প্রদান ও জমা নিয়েও ভিড় শেষ হচ্ছে না। যেন জোয়ারের মতো দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন ছুটে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। কর্মব্যস্ত অভিভাবক বা আত্মীয়ের অনেকে ফরম তোলা ও জমা দেয়ার জন্য কর্মস্থল থেকে ছুটি পর্যন্ত নিয়েছেন।

আবেদনকারীর সংখ্যা এক বছরের ব্যবধানে ১৮ হাজার বাড়লেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিট কিন্তু বাড়েনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হবে ৩ হাজার ৭ শ' ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে 'ক' ইউনিট বলে পরিচিত বিজ্ঞান অনুষদে ১ হাজার ১শ' ৫০ জন, 'খ' ইউনিট বলে পরিচিত কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে ১ হাজার ৫শ' জন, 'গ' ইউনিট বলে পরিচিত বাণিজ্য অনুষদে ৫শ' ৮০ জন ও 'ঘ' ইউনিটে ৫শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭টি বিভাগে ১৯৯৩ সালে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার ৯ শ' ৬৪ জন। ১৯৯৪ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২ হাজার। অর্থাৎ '৯৩ সালের চেয়ে '৯৪ সালে ৪ হাজার ৭শ'টি আবেদনপত্র বেশি জমা পড়ে। কিন্তু ১৯৯৫ সালে এসে এই সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজারে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ১৮ হাজার আবেদনকারী কিভাবে বাড়লো তা নিয়ে বিস্মিত হচ্ছেন অনেকেই। এসএসসিতে অবজেকটিভ বিষয় নিয়ে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রথম উচ্চশিক্ষা স্তরে ভর্তি হতে আসছে। এ কারণে অধিকাংশ আবেদনকারীর এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বর সাত শ' ছুঁই ছুঁই বা তারও ওপর। অবজেকটিভ পদ্ধতি চালু হবার পর দেশে রেকর্ডসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।

এদের একটি বড় অংশ এইচএসসিতে প্রথম বিভাগ ধরে রাখতে পারেনি। তারপরও কেউ কেউ আবেদন করার সুযোগ পেয়েছে

এসএসসিতে বেশি নম্বর থাকার কারণে। অন্যান্য বছর এসএসসি ও এইচএসসিতে সাড়ে বার 'শ' বা তেরো 'শ নম্বর থাকলেও লিখিত পরীক্ষায় মোট নম্বরের অর্ধেক বা তারও কিছু কম নম্বর পেলে মোটামুটি একটি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হতে পেরেছে। কিন্তু এবার ডাবল ফার্স্ট ডিভিশন আছে এমন ছাত্র-ছাত্রীরাও ভরসা পাচ্ছেন না তাঁরা ভর্তি দৌড়ে টিকতে পারবেন কি-না। লিখিত পরীক্ষায় শতকরা ৪৫ থেকে ৫৫ নম্বর না পেলে ডাবল ফার্স্ট ডিভিশনও ভর্তির ক্ষেত্রে কাজে আসবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। অভিভাবকরাও এ কারণে উদ্বিগ্ন।

আবেদনপত্র জমা দেয়ার মুহূর্ত — *ছবি বায়েজীদ আক্তার*

এক নজরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছবি

সাল	মোট আবেদনকারী	একটি আসনের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যা
১৯৯৩	৪৬,৯৬৪	১২.৬০ জন	৩৭৩০
১৯৯৪	৫২,০০০	১৪	৩৭৩০
১৯৯৫	৭০,০০০ (প্রায়)	১৮.৭৫	৩৭৩০

ভর্তি সঙ্কট বিচ্ছিন্ন সঙ্কট নয়

—অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সঙ্কট সম্পর্কে যোগাযোগ করা হয় কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম-এর সাথে। তিনি বলেন, ভর্তি সঙ্কট কোন বিচ্ছিন্ন সঙ্কট নয়। এটা জাতীয় সমস্যা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে সামগ্রিক নীতি না থাকায় ভর্তি সমস্যা প্রকট হয়ে উঠছে। অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, সব বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও বুয়েটে ভর্তির ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় ভর্তি নীতি থাকা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করে মেধানুযায়ী যে যেখানে যোগ্য, তাকে সেখানে দেয়া যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় ভর্তি নীতি না থাকার কারণে প্রতিবছর প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেশকিছু সিট খালি থাকছে। ভর্তি সমস্যাকে তিনি কৃত্রিম বলে অভিহিত করে বলেন, এ সমস্যা জাতীয় নীতিহীনতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে দার্শনিক আমিনুল ইসলাম বলেন, উচ্চশিক্ষা সর্বজনীন নয়। দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ছিল। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতো না। উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতো না অভিভাবকরা।

বাংলাদেশ দর্শন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, সিট সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমি বিশ্বাসী নই। অপরিকল্পিতভাবে সিট বাড়ালে শিক্ষার মান রক্ষা করা যায় না। ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা, পড়াশোনা, খাবার প্রভৃতির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেই সিট বাড়ানো যেতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না করে সিট বাড়ানো যুক্তিসঙ্গত নয়।

ভর্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে ডীন আমিনুল ইসলাম বলেন, প্রথম থেকে এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষার্থী যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাই-ই প্রতিফলিত হয় ভর্তি পরীক্ষায়। এ জন্য কোচিং বা অন্যকোন বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এটা কোন কাজেও আসে না।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বৈধ পথ ছাড়া এখানে ভর্তির কোন সুযোগ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে ক'টি বিষয় নিয়ে গর্ব করে তার একটি হচ্ছে ভর্তি পদ্ধতি। পরিশেষে অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, শিক্ষকতা জীবনের শেষপ্রান্তে দেশের ভর্তিব্যবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্কট দেখে আমি ব্যথিত, চিন্তিত।

বাংল

ই যুগ আগে য
বাংলাদেশ রাষ্ট্রে
রাজনৈতিক ও সাং
মনে এসে দাঁড়িয়েছিল।
পনিবেশিক' খাঁচের সবব
নি। যে জন্য পাকিস্তানের